49025 - আল্লাহর রুবুবয়িযাতরে তাৎপর্য এবং এ বষিয়ে মতবরিোধকারীগণ

প্রশ্ন

রুবুবয়িযাহ বা রব হসিবেে আল্লাহর একক্ত্ব বলতে কী বুঝায়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাওহদিে রুবুবয়িযাহ: অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় কর্মে তাঁকে এক হসিবেে স্বীকৃতি দয়ো। যমেন- সৃষ্টি করা, মালকিানা (সার্বভৌমত্ব), নয়িন্ত্রণ করা, রযিকি দয়ো, জীবন দয়ো, মৃত্যু দয়ো, বৃষ্টপিাত করা ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহকে সবকছিুর রব, মালকি, সৃষ্টকির্তা ও রযিকিদাতা হসিবেে স্বীকৃতি না দলি; জীবন ও মৃত্যুদাতা, উপকার ও ক্ষতকিারী, দুআ কবুলকারী, সবকছিুর নয়িন্ত্রণকারী, সকল কল্যাণরে অধপিতি, স্ব-ইচ্ছা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান হসিবেে বশি্বাস না করলে একত্ববাদরে ঈমান পরপিূর্ণ হবে না। এর মধ্যে তাকদীর তথা ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থকেে নর্িধারতি এ ঈমানও অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকাররে তাওহদিরে ক্ষত্রেে মক্কার কাফরেগণ আপত্তি করনে;ি যাদরে কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্ররেতি হয়ছেলিনে। বরং তারা সামষ্টকি বচিারে তাওহদিে রুবুবয়িযাতে স্বীকৃতি দতি। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আপনি যদি তাদরেকে জজ্ঞিাসা করনে কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করছে?ে তারা অবশ্যই বলব,ে এগুলো সৃষ্টি করছেনে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।”[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ০৯] তারা স্বীকার করত য,ে আল্লাহই সবকছিুর নয়িন্ত্রণকারী। তাঁর হাতে রয়ছেে আসমান ও জমনিরে রাজত্ব। এর থকেে জানা গলে য,ে আল্লাহর রুবুবয়িযাতরে এতটুকু স্বীকৃতি ইসলাম গ্রহণরে জন্য যথষ্টে নয়। বরং এ ঈমান অন্য যে ঈমানকে আবশ্যক করে সে অংশরে উপরও ঈমান আনতে হব।ে সটো হচ্ছে উলুহয়িযাত তথা উপাসনাতে আল্লাহর একক্ত্বরে প্রতি ঈমান। এ তাওহদি অর্থাৎ তাওহদিে রুবুবয়িযাকে বনি আদমরে মধ্যে উল্লখেযোগ্য কউে অস্বীকার করছেে বলে জানা যায় না। এ কথা কউে বলনে যি,ে এ মহাবশি্বরে সমমর্যাদার অধকিারী একাধকি স্রষ্টা রয়ছে।ে তাই রুবুবয়িযাকে কউে অস্বীকার করনে।ি শুধু অহংকার ও হঠকারতিা বশতঃ ফরোউনরে পক্ষ থকেে এ ধরনরে অস্বীকৃতি প্রকাশ পয়েছে।ে বরং সে দাবী করছেলি সইে রব্ব। আল্লাহ তাআলা তার কথাটি উদ্ধৃত করে বলনে: “এবং বললঃ আমইি তোমাদরে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর রব্ব।”[সূরা নাযআিত, আয়াত: ২৪]“আমি জানি না য,ে আমি ব্যতীত তোমাদরে কোন উপাস্য আছ।ে”[সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৮] এটি ছলি তার দাম্ভকিতা। কারণ সে জানত সে রব্ব নয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: “তারা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যভরে নদির্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল যদওি তাদরে অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বশি্বাস করছেলি।”[সূরা নামল, আয়াত: ১৪] আল্লাহ তাআলা মূসার বতির্করে

উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:"তুমি জান যে,আসমান ও যমীনের রব্ব ছাড়া অন্য কেউ এসব নিদর্শনাবলী নাযিল করেননি।"[সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ১০২] তাই সে মনে মনে স্বীকার করত যে, রব্ব হচ্ছেন- আল্লাহ তাআলা। রুবুবিয়্যাহকে শিরকের মাধ্যমে অস্বীকার করে- মাজুস বা অগ্নি উপাসকেরা। তারা বলে, এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা দুইজন: অন্ধকার ও আলো। তবে এ বিশ্বাস সত্ত্বেও তারা এ দুই স্রষ্টাকে সমান মর্যাদা দেয়নি। তারা বলেছে: আলো আঁধারের চেয়ে উত্তম। কারণ আলো কল্যাণের স্রষ্টা। আর আঁধার অকল্যাণের স্রষ্টা। যে কল্যাণ সৃষ্টি করে সে অকল্যাণ সৃষ্টিকারীর চেয়ে উত্তম। অন্ধকার হচ্ছে- অনস্তিত্ব, অনুজ্জ্বল। আলো হচ্ছে- অস্তিত্বশীল ও উজ্জ্বল। তাই আলোর সত্তা অধিক পরিপূর্ণ। মুশরিকদের রুবুবিয়্যতে বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে, তাদের সে বিশ্বাস পরিপূর্ণ ছিল। বরং তারা মোটের উপর রুবুবিয়্যতে বিশ্বাসী ছিল। যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আমরা দেখেছি। কিন্তু তারা এমন কিছু বিষয়ে লিপ্ত হতো যেগুলো রুবুবিয়্যতের বিশ্বাসকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। যেমন- বৃষ্টি বর্ষণকে নক্ষত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা; গণক ও যাদুকরের গায়বে জানে বলে বিশ্বাস করা; ইত্যাদি। কিন্তু উলুহিয়্যাতের শিরকের তুলনায় তাদের রুবুবিয়্যাতের শিরক ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন মৃত্যু অবধি আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল রাখেন। আল্লাহই ভাল জানেন। দেখুন: তাইসীরুল আযিযিল হামিদ, পৃষ্ঠা-৩৩, আল-কাওলুল মুফিদ (১/১৪)।